তারিখ 14 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

যুগান্তর

বেড়েছে শিক্ষক হয়রানি

অনলাইনে এমপিও

- তিন পর্যায়ে ধরনা দিতে হয়
- অবৈধভাবে ৯ শতাধিক শিক্ষকের বেতন গ্রেড পরিবর্তন

মুসতাক আহমদ

শিক্ষকদের সুবিধার জন্য চার মাস আগে, অনলাইনে এমপিও কার্যক্রম শুরু করা হয়। কিন্তু নানা ঝক্কি-ঝামেলায় এটি ভোগান্তির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে বলে শিক্ষকরা বলছেন। তাদের অভিযোগ, অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়ায় সমস্যা, তিন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের খুশি করা, তা না-হলে ফাইল আটকে রাখা, সময়ক্ষেপণসহ নানা ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। এমনকি সেবা পেতে একাধিক স্তরে ঘুষও দিতে হয়।

অনলাইনে এমপিও (মান্থলি পে-অর্ডার বা বেতনের মাসিক অংশ) কার্যক্রম শুরুর পর শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল প্রদানের কাজে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে দুই কিস্তিতে ৯ শতাধিক জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়েছে। শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও এসব শিক্ষককে উচ্চতর স্কেলে বেতন দেয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) একটি সংঘবদ্ধ চক্র এ অপকর্মে জড়িত বলে জানা গেছে।

এসব অভিযোগ ও দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেনকে প্রধান করে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন যুগান্তরকে জানান, অনলাইন পদ্ধতি শিক্ষকের সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে, ভোগান্তি বাড়াতে নয়। শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর কাজে মনোনিবেশ করা। দুই মাসের মধ্যে তাদের সেই আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় মাউশিতে পৌঁছে যাবে; নতুবা আবেদনকারী তা ফেরত পাবেন। তাদের উপজেলা বা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের কোনো প্রয়োজন নেই। শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে, একটি আবেদন করার পর সেটির তথ্য শিক্ষা সচিব থেকে শুরু করে আমরা প্রত্যেকেই ড্যাশ বোর্ডে দেখতে পাই। তাই আবেদন নিষ্পত্তি না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তাগিদ দেয়া হয়।

তিনি বলেন, এরপরও যদি কেউ টাকার বস্তা নিয়ে ঘোরেন, তাহলে তার দায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের। তাকে মনে রাখতে হবে, টাকা না দিলেও তিনি সেবা পাবেনই।

কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের বক্তব্য ভিন্ন। পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার একটি কলেজে সদ্য নিয়োগ পাওয়া এক শিক্ষক জানান, অনলাইনে আবেদনের পাশাপাশি তিন সেট কাগজপত্রও জমা দিতে হয় উপজেলা অফিসে। সেখানে এত জটিলতা যে, অর্থ না ঢাললে নানা ত্রুটি ধরা হয়। তাই বাধ্য হয়েই কর্মকর্তাদের খুশি করার চেষ্টা করেন শিক্ষকরা। এ শিক্ষক আরও বলেন, আবেদনের তিন সেটের একটি জেলায়, আরেকটি আঞ্চলিক দফতরে যায়। তাদের ওই দুই দফতরেও ধরনা দিতে হচ্ছে। অথচ আগে কেবল মাউশিতে ধরনা ধরলেই হতো।

সরকার-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিওসহ বেতন সংক্রান্ত সব ধরনের বেড়েছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

বেড়েছে : শিক্ষক হয়রানি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কার্যক্রম পরিচালনা হয় মাউশির মাধ্যমে। গত সেপ্টেম্বরে এ কার্যক্রম অনলাইনের অধীনে নেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার অধীন শিক্ষক বা কর্মচারীর নতুন এমপিও, এমপিও কর্তন, টাইম স্কেল, উচ্চতর বেতন-গ্রেড ইত্যাদি কাজের আবেদন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অনলাইনে করবেন। এরপর আবেদনের তিনটি সেট উপজেলা শিক্ষা অফিসে জমা দেবেন। প্রত্যেক জোড় মাসের (যেমন— ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জুন) ১০ তারিখের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। ওই মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আবেদনগুলো উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জেলায় পাঠাবেন। জেলা কর্মকর্তা একই মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে জমা পড়া সব আবেদন পাঠাবেন আঞ্চলিক অফিসে। অঞ্চল উপ-পরিচালক বিজোড় মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আবেদনগুলো মাউশির ইএমআইএস (এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) সেলে পাঠাবেন। একইসঙ্গে এমপিও প্রদান সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটিতে তা উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ, বিষয়টি বাস্তবে এত সহজ নয়। বিকেন্দ্রীকরণের পর তাদের দু'ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রথমত, ঘাটে ঘাটে ধরনা দিতে হয়। কোথাও কোথাও ঘুষ দিতে হয়। নইলে ফাইলে নানা ত্রুটি ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের চেয়ে জুনিয়র কর্মকর্তাদের কাছে যেতে হয়। বেশ কয়েকজন শিক্ষক জানান, কাজ আদায়ের জন্য তাদের অনেক সময় জুনিয়র কর্মকর্তাকেও 'স্যার' ডাকতে হচ্ছে। রংপুর থেকে আসা একজন প্রধান শিক্ষক বলেন, সব কাগজপত্র ঠিক থাকার পরও তাদের আবেদন উপরে পাঠানো হয় না। অথচ ত্রুটিপূর্ণ আবেদন হওয়ার পরও অনেকে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে এসে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

এ বিষয়ে মাউশি পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের দু'চারটি অভিযোগ আমাদের কানেও এসেছে। এক্ষেত্রে আমাদের কথা হচ্ছে, মাঠ কর্মকর্তাদের আমরা ক্ষমতায়ন করেছি। তাদের বলিষ্ঠ হতে হবে। তিনি আরও বলেন, অনলাইনে ত্রুটি থাকার কথা না। সমস্যা যিনি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ব্যবহার করছেন সেটার অ্যাপস বা সফটওয়্যারে থাকতে পারে। তারপরও সমস্যা জানতে আমরা মাঠ কর্মকর্তাদের ডেকেছি। আগামী সপ্তাহে ৯ ধাপে ১৮ দিনের কর্মশালা শুরু করা হবে।

উচ্চতর স্কেলে জালিয়াতি : গত মার্চ-এপ্রিলে সারা দেশে ৩৪৪ জন এবং জুন-জুলাইয়ে ৫৬৯ জন অবৈধভাবে উচ্চতর গ্রেড পেয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও মাউশির একটি সংঘবদ্ধ চক্র জালিয়াতি করে এ স্কেল দিয়েছে।

এসব জালিয়াতির তথ্য নিশ্চিত করে অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, এ বছরের অন্যান্য মাসের উচ্চতর স্কেল এবং এমপিও দেয়ার বিষয়ের তদন্ত চলছে। পাশাপাশি যেসব শিক্ষক অবৈধ সুবিধা নিয়েছেন তাদের তলব করা হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যাকে এমপিও বা উচ্চতর স্কেল দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি, তিনি যখন পরবর্তী সময়ে সুবিধা পেয়েছেন তখনই সেটা জালিয়াতির মাধ্যমে হয়েছে বলে আমরা মনে করছি। কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের পাসওয়ার্ড থাকে একজনের কাছে। আমাদের ধারণা, ইএমআইএস সেল থেকেই এ অপকর্ম হয়েছে। এখন কম্পিউটার ফরেনসিক টেস্ট করে মূল জালিয়াতকে ধরতে হবে। সে বিষয়েই কাজ চলছে। এদিকে মাউশি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে যারা অবৈধভাবে এমপিও বা উচ্চতর স্কেল নিয়েছেন বলে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে বলা হয়েছে।